কৃতিত্ব অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ:

অভীক্ষার গঠন বা ধরনের দিক থেকে বিবেচনা করলে কৃতিত্ব অভীক্ষাকে নিম্নোক্ত শ্রেণি অনুযায়ী ভাগ করা যায়। কৃতিত্ব অভীক্ষা--- ১। লিখিত অভীক্ষা ২। মৌখিকঅভীক্ষা

১। লিখিত অভীক্ষা – ক) রচনামূলক অভীক্ষা খ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

ক) রচনামূলক অভীক্ষা--- i)সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় অভীক্ষা ii)দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় অভীক্ষা

খ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা---i)এক কথায় উত্তর ii)বহুনির্বাচনী iii) মিলকরণ iv)শূন্যস্থান পূরণ v) সত্য-মিথ্যা

**মৌখিক অভীক্ষা: এই অভীক্ষায় শিক্ষক মৌখিকভাবে প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবেই উত্তর দিয়ে থাকেন। এ জাতীয় পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয় হতে ধারাবাহিকভাবে বা এলোমেলোভাবে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। শিক্ষক শ্রেণিতে মৌখিকভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন। এগুলোও মৌখিক অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্যমতিত্য, ভাষা, উচ্চারণ এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হয় বলে বেশ সময় সাপেক্ষ এবং এক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থাকার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা হারানোর সুযোগ থাকে।

**লিখিত অভীক্ষা: যে অভীক্ষায় শিক্ষার্থীরা লিখে উত্তর দেয় তাই লিখিত অভীক্ষা। লিখিত অভীক্ষা দুই ধরনের হয়। কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা।

**কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা: কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা: সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় অভীক্ষা এবং দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় অভীক্ষা। সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষায় এমনভাবে প্রশ্ন করা হয় যাতে উত্তর দিতে হয় সংক্ষেপে। এক্ষেত্রে সমস্যা বা অভীক্ষাপদটির উত্তর লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত কম। যেমন- কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা কত প্রকার ও কী কী? পাঁচটি ফলের নাম লিখ ইত্যাদি। দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বিশদ আকারে। এজন্য সময় ও নম্বর উভয়ই বেশি দেয়া হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা লেখার ক্ষেত্রে অপেক্ষোকৃত বেশি স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পার্থক্য, বর্ণনা জাতীয় প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

**নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা: যে সব অভীক্ষাপদে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই ব্যক্তিগত প্রভাব আসার সম্ভাবনা থাকে না তাদেরকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা হয়। অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় থাকে বলেই একে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা হয়ে থাকে। প্রচলিত রচনামূলক প্রশ্নের অসুবিধাগুলো দূর করার উদ্দেশ্যেই মূলত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা উভয়ই রক্ষিত হয়। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- এক কথায় উত্তর, বহুনির্বাচনী, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি

>নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ:

সাধারণত: নিম্নবর্ণিত পাঁচ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রচলন রয়েছে।

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ২. শূণ্যস্থান পূরণ

৩. সত্য-মিথ্যা নির্ণয়

৪. মিলকরণ প্রশ্ন

৫. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

>> বহু নির্বাচনী প্রশ্ন:

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন অন্যান্য প্রকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন অন্য যে কোন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের অর্থাৎ জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ ইত্যাদির উপযোগী বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা যায়।

>বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উদাহরণ

বহু নির্বাচনী প্রশ্নের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। মূল অংশে (ঝঞঊগ) থাকে একটি প্রশ্ন বা সমস্যা এবং নিচে ৪/৫টি বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। এই বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটি মাত্র উত্তর সঠিক (কবু) এবং বাকিগুলো ভুল উত্তর বা বিচলক

>প্রশ্নটিকে বলে (কোনটি শীতকালীন ফুল?) --- Stem

>উত্তর(ক,খ,গ,ঘ) গুলিকে বলে --- options

>সঠিক উত্তর কে বলে ---key (ঘ. ডালিয়া)

আর বাকি ৩টি কে বলে --- Distracter (ক. মোরগফুল খ. সূর্যমুখী গ. দোপাটি)

>>বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নরূপ:

১. স্সরাসরি প্রশ্ন আকারে হবে অথবা একটি সম্পূর্ণ বাক্য বা উক্তি হতে পারে।

২. -এর মাধ্যমে সঠিক উত্তরটি নিশ্চিত করতে হয়।

৩. সব বিকল্প উত্তর একই কাঠামোর হবে। (যেমন- বাক্য, শব্দগুচ্ছ সব একই দৈর্ঘ্যরে হতে হবে)।

৪. বিকল্প উত্তরগুলো সমগোত্রীয় হবে।

৫. উত্তরগুলো যৌক্তিকভাবে সাজাতে হবে।

৬. উত্তরগুলো প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৭. না বাচক বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে কোন সূত্র রাখা যাবে না।

৯. প্রশ্নের মধ্যে শুদ্ধ উত্তরগুলোর অবস্থান ভিন্ন হতে হবে যাতে কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া না যায়

১০. প্রশ্নগুলো যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে।

১১. দ্ব্যর্থবোধক বা চালাকি প্রশ্ন না করাই ভালো।

12. সঠিক উত্তর নির্বাচন অথবা ভুল বিকল্প বর্জন করার ব্যাপারে প্রশ্নে যেন কোন সংকেত (পষঁব) প্রদত্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

13. আইটেমগুলো পরস্পর স্বাধীন থাকবে। তারা যেন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ একটি আইটেমের উত্তর যেন পরবর্তী আইটেমের উত্তর দিতে সাহায্য না করে।

কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ:

>কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য :

১. সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করা হয় ।

২. প্রতিটি অভীক্ষাপদের উত্তর যথাযথ, প্রাসঙ্গিক ও সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩. প্রতিটি অভীক্ষাপদের জন্য নম্বর সুনির্দিষ্ট থাকে।

৪. প্রতিটি অভীক্ষাপদের উত্তর মূল্যায়নের জন্য মাকিং স্কিম প্রণয়ন করা হয়।

৫. অভীক্ষাপদ অবশ্যই জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ ডোমেইনের উপর ভিত্তি করে করা হয়।

৬. এ অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, বিশ্লে¬ষণ, সংশ্লে¬ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।

৭. শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

৮. শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, বাক্যকাঠামো, রচনাশৈলী ও প্রকাশ ভংগীর পরিমাপ করা যায়।

৯. শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির পরিমাপ হয়।

১০. শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়কে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা অর্জন করে।

>রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়নের নীতিমালা

১. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ হতে হবে সুস্পষ্ট। শিক্ষার্থী অভীক্ষাপদ পড়ে যেন দ্বিধান্বিত না হয়।

২. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ অবশ্যই একটিমাত্র মূল শিখনফল/যোগ্যতাভিত্তিক হতে হবে।

৩. সংক্ষিপ্ত কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ যে কোন শিখনক্ষেত্র ভিত্তিক হতে পারে কিন্তু বর্ণনামূলক কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ অবশ্যই জ্ঞান, অনুধাবন ও উচ্চতর শিখনক্ষেত্র পরিমাপের জন্য প্রণীত হতে হবে।

৪. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ একটি নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্র (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) ভিত্তিক হতে হবে। একাধিক শিখন ক্ষেত্র সংমিশ্রনে অভীক্ষাপদ প্রণীত হলে নম্বর বিভাজন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ মূল্যায়নের ব্যাপ্তি হবে ০-৪ নম্বরের ভিত্তিতে। এজন্য মূল্যায়ন নির্দেশিকা/মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে হবে।

৬. এমন ধরণের অভীক্ষাপদ রচনা করতে হবে যেন তার উত্তর দিতে পরীক্ষার্থীকে চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ স্মৃতি থেকে লেখার সুযোগ যেন না থাকে।

৭. যাহা জানো লিখ, নিজের কাথায় ব্যক্ত কর, আলোচনা কর, এ সম্পর্কে চিন্তা কর, বিবেচনা কর, চিত্রায়িত কর ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ তৈরি করা যাবে না।

৮. শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, বিশ্লে¬ষণ, সংশ্লে¬ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় এমন অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে হবে।

৯. বিকল্প অভীক্ষাপদ নির্বাচনের সুযোগ রহিত করে সকল অভীক্ষাপদের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১০. আইটেমগুলোকে পরস্পর স্বাধীন থাকবে। তারা যেন একে অপরের ওপর নির্ভরশিল না হয়। অর্থাৎ একটি আইটেমের উত্তর যেন পরবর্তি আইটেমের উত্তর দিতে সাহায্য না করে।

**প্রশ্ন পত্র কী ভাবে প্রণয়ন করবে

১.জ্ঞান ২.অনুধাবন ৩.প্রয়োগ ৪.বিশ্লেষণ

৫.সংশ্লেষণ

>জ্ঞানঃ জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোন সুনির্দ্দিষ্ট /সর্বজনীন কোন কিছুর (সংজ্ঞা, ঘটনা, প্রক্রিয়া, তত্ব ইত্যাদি) স্মরণ করার মানসিক প্রক্রিয়া।

>অনুধাবনঃ পাঠ্যাংশ পড়ে বিষয়বস্তু কতকখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে শিশুর সে ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন ধারণা/ তথ্যকে বুঝে সহজভাবে এটি বর্ণনা করার ক্ষমতাকে অনুধাবন/ বোধগম্যতা বলা হয়।'।

>প্রয়োগঃ পাঠের মর্ম অনুধাবনের পর আরও গভীরভাবে চিন্তা করে নিজ জীবনে তা প্রয়োগের ক্ষেত্র চিন্তা করে বের করার ক্ষমতা।

>বিশ্লেষণ: কোন সমগ্রকের ক্ষুদ্র অংশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনে সমগ্রকের সংগে ক্ষুদ্র অংশসমূহের সম্পর্ক স্থাপন করতে জানা এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমগ্রকের অংশসমূহ আলাদা করতে পারাকে বিশ্লেষণ বলা হয়।

>সংশ্লেষণ: কোন বস্তু/উপাদানের ক্ষুদ্র উপাদানসমূহকে একত্রিকরণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার নাম হলো সংশ্লেষণ